কমিশন কর্তৃক ১৫/০৯/১১ তারিখে অনুমোদিত চার্জশীট

ক্রমিক নং	:	০১
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	সিরাজগঞ্জ থানা মামলা নং-১৫, তাং-২৫/০২/২০০১ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	রিজিয়া খাতুন, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, পাবনা।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব মোঃ সারোয়ার হোসেন, প্রোপাইটর মেসার্স পাপ্পু এন্টারপ্রাইজ, পিতা -মৃত মজিবুর রহমান, গ্রাম-ভদ্রঘাট কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ; (২) জনাব মোঃ আজাদুর রহমান, পিতা-মোহাম্মদ আলী, মাদলা, বগুড়া; (৩) জনাব মোঃ সেতাউর রহমান, সাবেক ব্যবস্থাপক, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, সিরাজগঞ্জ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	পরস্পর যোগসাজসে ভূয়া বিনিয়োগ দেখিয়ে বাংকের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ।
তদন্তের ফলাফল	:	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:, সিরাজগঞ্জ শাখার চলতি হিসাব নং-৯৩১ এর হিসাবধারী জনাব মোঃ সারোয়ার হোসেন গত ২৩/০১/৯৭ইং তারিখে ৭,০০,০০০/-টাকা মূল্যের পাথর ক্রয়ের ব্যবসা করার নিমিত্তে মুরাবাহা বিনিয়োগ সুবিধা চেয়ে ব্যাংক ম্যানেজার বরাবরে আবেদন করেন। সাবেক ম্যানেজার মোঃ সেতাউর রহমান মুরাবাহা নীতিমালা উপেক্ষা করে তার ক্ষমতা না থাকা সত্বেও অবৈধ অসাধুভাবে ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক বিনিয়োগ সংক্রান্ত ও সিকিউরিটি গ্রহণ না করে মুরাবাহা বিনিয়োগ হিসাব নং ৩৬/৯৭ মোতাবেক লভ্যাংশ ও অন্যান্য খরচ বাবদ ১,০৮,৫০০/-টাকা সহ মোট ৮,০৮,৫০০/-টাকা বিনিয়োগ আবেদনের তারিখে মঞ্জুর করেন। আমাসী (১) জনাব মোঃ সারোয়ার হোসেন, (২) জনাব মোঃ আজাদুর রহমান ও (৩) জনাব মোঃ সেতাউর রহমান কর্তৃক একে অপরের সহযোগিতায় পরস্পর যোগসাজসে ক্ষমতার অপব্যবহার পূর্বক অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, সিরাজগঞ্জ শাখার মুরাবাহা বিনিয়োগ হিসাব নং-৩৬/৯৭ মোতাবেক মঞ্জুরীকৃত টাকার পাথর ক্রয় না করে উহা ব্যাংকের হেফাজতে না এনে ভুয়া বিনিয়োগের মাধ্যমে মিথ্যাভাবে ৭,০০,০০০/-টাকা মূল্যের পাথর ক্রয় দেখিয়ে একই ব্যাংকের চলতি হিসাব নং ১২৪৫ এ জমা করত: হিসাবধারী মোঃ আজাদুর রহমানের ২৩/০১/৯৭ তারিখে স্বাক্ষরিত ১০৫৭৬৬ নং চেক মূলে উত্তোলনপূর্বক প্রতারণার আশ্রয়ে একে অন্যকে লাভবান করার এবং ২৯/০৪/৯৮ তারিখ পর্যন্ত লাভসহ ব্যাংকের অনাদায়ী ৮,৪৭,০৩২/-টাকা পরিশোধ না করার অপরাধ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন।

ক্রমিক নং	:	০২
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	বগুড়া থানা মামলা নং-০৮, তাং-০৪/১০/২০১০ ইং।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব মোঃ কামরুল আহসান, উপ-পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বগুড়া ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	ডঃ মোঃ সুলতান আলী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সরকারী আযিযুল হক কলেজ, বগুড়া সহ মোট ২২ জন।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	কলেজের বিভিন্ন খাতের আদায়কৃত অর্থ হতে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করে নিজে এবং অপরকে লাভবান করার জন্য নিয়ম বহি:র্ভূতভাবে খরচের অপরাধ।
তদন্তের ফলাফল	:	১নং আসামী প্রফেসর ডঃ মোঃ সুলতান আলী, সরকারী আযিযুল হক কলেজ, বগুড়া অধ্যক্ষ পদে কর্মরত থাকাকালীন ০১/০৭/০৮ইং হতে ৩০/০৬/০৯ইং তারিখ পর্যন্ত সময়কালে অত্র মামলার এজাহারভূক্ত অপর ২১(একুশ) জন আসামীর সহায়তায় কলেজের বিভিন্ন খাতে ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট থেকে আদায়কৃত অর্থ হতে ক্ষমতার অপব্যবহার করে, অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করে, নিজে এবং অপরকে লাভবান করার জন্য নিয়ম বহির্ভূতভাবে এক খাতের টাকা অন্য খাতে ব্যয়, ভূয়া ছাত্রের নামে মিথ্যা বিতরণ, প্রকৃত ছাত্রদের নামে ভূয়া বিতরণ, তার অধীনস্থ কর্মচারীদের মধ্যে ভূয়া ভ্রমন দেখিয়ে, নিয়ম না থাকা সত্বেও অতিরিক্ত কাজের পারিশ্রমিক প্রদান, ভাউচার ছাড়া ক্রয় এবং দ্রব্য স্টক রেজিষ্ট্রারে এন্ট্রি না করে ভূয়া খাবার বিল প্রদান করে। এছাড়া রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিতরণ করে সর্বমোট ৩৪,৪০,৫৩৯/-টাকা পরস্পর যোগসাজসে আত্মসাত করার অপরাধ তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন। আসামী মোঃ আমিনুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় তাকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে।

➢

ক্রমিক নং	:	০৩
মামলার নম্বর ও তারিখ	:	অভয়নগর(যশোর) থানা মামলা নং-০৭, তাং-১১/০৮/২০০৬ ইং ।
তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী	:	জনাব রবীন্দ্রনাথ চাকী, উপসহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, যশোর ।
অভিযুক্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও পদবী	:	(১) জনাব মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা, স্বত্বাধিকারী-মেসার্স শাহজাহান ট্রেডার্স, অভয়নগর, যশোর; (২) শেখ তোজাম্মেল হক, প্রাক্তন ব্যবস্থাপক, অগ্রণী ব্যাংক, নওয়াপাড়া বাজার, অভয়নগর, যশোর ও (৩) মনোরঞ্জন পাল, প্রাক্তন গুদাম রক্ষক, অগ্রণী ব্যাংক, নওয়াপাড়া বাজার শাখা, অভয়নগর, যশোর ।
অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	পরস্পর যোগসাজসে প্লেজ গুদাম হতে ১,৫২,৭৭,০৩০/-টাকা মুল্যের সার যা জুন/২০০৬ পর্যন্ত সুদে আসলে ৫,০৯,১৪,১৮৬/-টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ।
তদন্তের ফলাফল	:	আসামী জনাব মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা, প্রোপাইটর- মেসার্স শাহজাহান ট্রেডার্স নওয়াপাড়া, যশোর গত ২৫/০১/৯৯ইং তারিখে সি সি প্লেজ ও হাইপো বর্ধিত সহ নবায়ন এবং নতুনভাবে আবর্তিত ঋণ মঞ্জুরী গ্রহণ করেন অগ্রণী ব্যাংক, নওয়াপাড়া বাজার শাখা থেকে । ঋণ মঞ্জুরীপত্র অনুযায়ী সিসি প্লেজ ঋনের মালামাল ব্যাংকের নিয়ন্ত্রনে থাকার বিধান। প্লেজ গুদামে নিয়োজিত গুদাম প্রহরীগন ব্যাংকের নিয়োজিত অস্থায়ী কর্মী । মহাব্যবস্থাপক, অগ্রনী ব্যাংক, খুলনা সার্কেল এর নির্দেশে গঠিত পদির্শন টিম গত ০৬/০২/২০০০ইং তারিখে নওয়াপাড়া বাজার শাখা হতে মঞ্জুরীকৃত ও বিতরনকৃত সিসি প্লেজ ও হাইপো ঋণ গ্রহীতাদের গুদাম পরিদর্শন করেন । উক্ত পদির্শনের ধারাবাহিকতায় গত ০৭/০২/২০০০ইং তারিখে মেসার্স শাহজাহান ট্রেডার্সের মালিকানাধীন সিসিপ্লেজ গুদাম গুলোও পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উক্ত ব্যাংকের ব্যবস্থাপক, গুদাম রক্ষক ও মেসার্স শাহজাহান ট্রেডার্সের মালিক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মজুদ মালামালের তালিকায় বর্নিত মালামালের চেয়ে ৭৩,৫৮,৬৩০/-টাকা মুল্যের ২৭০৬৯ বস্তা ইউরিয়া সার এবং ১,২৯,১৮,৪০০/-টাকা মুল্যের ৩২২৯৬ বস্তা এমওপি সার মোট (৭৩,৫৮,৬৩০+১,২৯,১৮,৪০০)=২,০২,৭৭,০৩০/-টাকা মূল্যের সার ঘাটতি পাওয়া যায় । রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় প্রতীয়মান মেসার্স শাহজাহান ট্রেডার্সের নিকট প্লেজ গুদামের ডুপ্লিকেট চাবি ছিল যা ব্যাংক ম্যানেজারের সম্মতিক্রমে ছিল । গুদাম রক্ষক তার দায়িত্ব সটিকভাবে পালন করেননি । মেসার্স শাহজাহান ট্রেডার্সের মালিক প্লেজ গুদাম গুলোর চাবি তার নিকট ছিল বলে স্বীকার করেন । মামলা রুজুর পর আসামী মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা গত ২৫/০৭/০৭ইং তারিখে ঋনের ৫০,০০,০০০/-টাকা পরিশোধ করেন । অবশিষ্ট (২,০২,৭৭,০৩০ -- ৫০,০০,০০০)=১,৫২,৭৭,০৩০/-টাকা যা জুন/০৬ পর্যন্ত সুদ আসলে ৫,০৯,১৪,১৮৬/-টাকা পরিশোধ না করে আসামী মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা, মালিক মেসার্স শাহজাহান ট্রেডার্স, শেখ তোজাম্মেল হক তৎকালীন ব্যাংক ম্যানেজার ও মনোরঞ্জন পাল গুদাম রক্ষক পরস্পর যোগসাজসে আত্মসাত করেছেন মর্মে তদন্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।
কমিশনের সিদ্ধান্ত		চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন ।